মার্চ ২০২১ | ইস্যু- ০১

অরণ্য বার্তা

একটি সবুজ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রত্যয়ে

সামাজিক বনায়ন এখন বাংলাদেশে একটি আন্দোলন

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র-বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন উপশম ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০ দশকের শুরুর দিকে বন সমপ্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারী বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। যাহা আরো কার্যকর ও সুযোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধনী আনা হয়।

টুকরো খবর

বন্যপ্রাণী উদ্ধার

গত ২২ জানুয়ারি ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট, খুলনার সদস্যরা নয়াবাটি, খালিশপুর, খুলনা কবুতরের হাটে অভিযান পরিচালনা করে ১টি ময়না, ১টি টিয়া, ১২টি শালিক, ৩টি ঘুঘু ও ৪টি মুনিয়াসহ মোট ২১ টি পাখি উদ্ধার করে।

বৃক্ষরোপণ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি সম্প্রতি কুমিল্লা পরিদর্শন কালে কুমিল্লা সামাজিক বন বিভাগরে সাথে মতবিনিময় করেন। পরে তিনি অফিস চত্ত্বরে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

প্রশিক্ষণ

ফরেস্ট একাডেমি চট্টগ্রামে নবনিযুক্ত ফরেস্টার ও রেঞ্জারদের জন্য ফরেস্ট্রি কোর্স ফর ফরেষ্ট রেঞ্জার্স' এন্ড ফরেষ্টারস বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধোন করেন প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী।

বনভবনে গণশুনানী

বন অধিদপ্তরের যেসব সেবা গণমানুষের জন্য, কোন ধরনের বাধা বিঘ্ন ছাড়া সেসব সেবা মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন কি না; কোন ধরনের অভিযোগ আছে কি না; সময় মতো সেবা নিতে কোন অসুবিধা হয় কি না; এসব সরাসরি প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের নিকট জানাতেই এ গণশুনানীর আয়োজন করে বন অধিদপ্তর।
বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদীহিতার জন্যই এ আয়োজন করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত, সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী, করাতকল মালিক, নার্সারি মালিক, কাঠ ব্যবসায়ী এবং বন ও বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজ করেন এমন কিছু মানুষ এদিন হাজির হন বন ভবনে। প্রধান বন সংরক্ষক জনাব আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের মতামত শোনেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ সময় তাদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সমাধান কী হতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

বনভূমি উদ্ধার

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে চট্টগ্রামে ২ একর বনভূমি উদ্ধার'চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের হাটহাজারী রেঞ্জের শোভনছড়ি বিটের রক্ষিত বনভুমিতে জবরদখলের উদ্দেশ্যে নির্মিতব্য ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং প্রায় ২ একর বনভূমি উদ্ধার করা হয়।

ট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বন মামলা দায়ের করা হয়। গত জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ, ময়মনসিংহ, গাজিপুর, সিলেট বন বিভাগ ৩০ একরের বেশি বনভূমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে পুন:রুদ্ধার করে।